আজকের কাগজ

তারিখ 0 6 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

৮৪

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে সরকারি আন্তরিকতার বিকল্প নেই
— বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

কাগজ প্রতিবেদক ঃ শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে সরকারি আন্তরিকতার কোনো বিকল্প নেই। সে আন্তরিকতা প্রমাণের জন্যে সরকারি দলের যে সব সন্ত্রাসী বিভিন্ন ক্যাম্পাস ও অন্যত্র সন্ত্রাসে লিপ্ত রয়েছে প্রথমে তাদেরই গ্রেফতার ও শাস্তি বিধানের মাধ্যমে উদাহরণ সৃষ্টি করুন। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠুন, চরম এক নৈতিক বিপর্যয় থেকে শিক্ষাঙ্গনসহ পুরো জাতিকে রক্ষা করতে দলীয় আনুগত্যের কথা বিবেচনা না করে সন্ত্রাসীকে সন্ত্রাসী বলে গণ্য করুন; ছাত্রকে রাজনৈতিক কর্মি হিসেবে বিবেচনা না করে ছাত্র হিসেবে গণ্য করুন।

সরকারের প্রতি এই আহবান জানিয়েছেন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতারা। গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ আহবান জানানো হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর খন্দকার মুস্তাফিজুর রহমান। লিখিত বক্তব্যে সাম্প্রতিক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করে এবং পৃষ্ঠপোষকতা দান অব্যাহত রেখে এবং সময় ক্ষেপণ ও দীর্ঘসূত্রিতার কৌশল অবলম্বন করে সরকার বিরাজমান অচলাবস্থাকে কেবল জিইয়েই রাখছে না বরং বিপজ্জনক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রসঙ্গে বলা হয়, মামলাটি শুধু ধৃষ্টতামূলক ও মানহানিকরই নয়, এই মামলা মারাত্মক নৈতিক বিপর্যয়ের অশনি সংকেত বহন করছে। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার এবং অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার পরিবেশ সৃষ্টির আহবান জানায়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শরীফ এনামুল কবির, অধ্যাপক জসিম উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক সাঈদ-উর-রহমান, আবদুর রহিম, মঞ্জুরুল আমিন, ডঃ বদরুল আলম প্রমুখ।